এবছরেও বর্ষার আগে সম্পূর্ণ হল না আন্ডারগ্রাউন্ড হাইড্রেন, সামান্য বৃষ্টিতেই দুর্ভোগ আরামবাগবাসীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ হুগলির আরামবাগ পুরসভা তৃণমূলের অধীনে প্রায় ৫ বছর হতে চলল। এই পাঁচ বছরে কাজের খতিয়ানে গত বাম পুরবোর্ডের তুলনায় উন্নয়নের গ্রাফ যে ক্রম উর্দ্ধগামী হয়েছে সেই নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। রাস্তাঘাট, নিকাশিব্যবস্থা, পানীয়জলের সরবরাহ প্রভৃতি একাধিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন স্পষ্টতই চোখে পড়েছে। কিন্তু নিন্দুকের তো অভাব নেই। বিরোধীরা ইতিমধ্যেই আরামবাগ পুরসভার কাজকর্মের গতিপ্রকৃতি নিয়ে ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন। শুধু বিরোধীরাই বা বলি কেন। আড়ালে এবং প্রকাশ্যে পুরসভার কাজকর্মের বিরুদ্ধে সন্দেহ ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করেছেন শাসকদলেরই একাধিক কাউন্সিলর থেকে দলীয় কর্মী সমর্থকরা। এদেরই মধ্যে একটি বড় অংশের অভিযোগগুলি পরপর তুলে ধরা হল। ১) তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ড যেভাবে টেন্ডার দিয়ে কাজ করাচ্ছে তা অনেকক্ষেত্রে বেআইনি। কারণ ই-টেন্ডারের নিয়মনীতির নাকি তোয়াক্কাই করা হচ্ছে না। ২) রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে নিকাশির নালা তৈরীর জন্য যাঁরা টেন্ডার পাচ্ছেন তাঁরা অধিকাংশেই তৃণমূলেরই কচিকাঁচা

সামান্য বৃষ্টির পরে এরকমই বেহাল দশা হয় ১৪নং ওয়ার্ডের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। ছবি ঃ পিন্টু সাঁতরা

নেতা বা নেতার অনুগামী। ৩) ফলে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহৃত হলেও কাজ নিয়ে অভিযোগ করতে সাহস পাচ্ছেন না সাধারণ মানুষ। ৪) বিশেষ বিশেষ ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের পছন্দ না হওয়ায় পুরবোর্ড নাকি সেই ওয়ার্ডের উন্নয়ন বন্ধ করে দিয়েছে। ৫) অনেক রাস্তা টেন্ডার হয়ে পড়ে থাকলেও কাজ এগোচ্ছে না, অভিযোগ, পুরসভার পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় কাজের শেষে টাকা দিতে গড়িমসি করছে পুরসভা। ৬) বাড়ি তৈরির জন্য ট্যাক্স ধার্য করা হচ্ছে প্রায় লাগামছাড়া। শুধু তাই নয় পৌর এলাকায় বাড়ি তৈরির জন্য পুরসভা নিধারিত ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়েই নাকি সেই বাড়ির প্ল্যান করাতে বাধ্য করা হচ্ছে। ৭) ব্যবসায়ীদের ট্রেড লাইসেন্স বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে পাঁচ থেকে দশ গুণ পর্যন্ত। ফলে সাধারণ ছোট ব্যবসায়ীকেও বছরে গুণতে হচ্ছে বেশ অনেকটাই টাকা। ৮) বিভিন্ন কারণে হঠাৎ হঠাৎ রেড করে চাপে ফেলা হচ্ছে ব্যবসায়ীদের। যেমন ভাড়াঃ কাণ্ডের পর, নিপা ভাইরাস আতঙ্কের পর, আপেলে মোমের প্রলেপ সংক্রান্ত বিষয়ে খোঁজখবর নিতে পুরসভা অতি তৎপরতা দেখালেও, তা নাকি এক-দুবার অভিযানেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যাচ্ছে। ৯) রাস্তাঘাট ও নিকাশি ব্যবস্থায় নির্মাণের কাজে অনভিজ্ঞ ও অযোগ্য লোকদের দায়িত্ব দেওয়ায় তা একেবারেই অবৈজ্ঞানিকভাবে নির্মিত হচ্ছে। ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত রাস্তা বেহাল হয়ে পড়ছে। কোথাও আবার নালায় জল পড়ে যেদিকে যাওয়ার কথা তার উল্টোদিকে ছুটছে। ১০) সবথেকে বড় যে অভিযোগটি উঠে এসেছে সেটি হল, ভূগর্ভস্থ হাইড্রেন নির্মাণের কাজ অজানা কারণে থমকে যাওয়ায় এবারেও সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তায় জমে যাচ্ছে জল। এমনকি এক ঘন্টার টানা বৃষ্টি হলেই আতঙ্কে ভুগছেন বেশকিছু ওয়ার্ডের বাসিন্দা থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীরা। এর আশু সমাধান নেই বলেই জানা গিয়েছে পৌরসভা সূত্রে। আরামবাগের ভৌগোলিক অবস্থানকেই দায়ী করছেন অনেকে। তবে এবছরেও যে দুর্ভোগে ভুগবে আরামবাগ এমনটাই দাবি করছেন আরামবাগ পৌর এলাকার অধিকাংশ বাসিন্দারা।

পুরুলিয়া স্টেশনে ফাস্টফুড ইউনিট

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ আইআরসিটিসি'র পরিচালনায় দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আদ্রা ডিভিশনের পুরুলিয়া রেল স্টেশনে ফাস্টফুড ইউনিট চালু হল। মঙ্গলবার পুরুলিয়া স্টেশনের ১নং প্লাটফর্মের উপর এই বিক্রয় কেন্দ্রটির আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বারোদ্ঘাটন করেন পুরুলিয়ার সাংসদ ডাঃ মৃগাঙ্ক মাহাতো। ওই অনুষ্ঠানে আদ্রা ডিভিশনের ডিআরএম শরদ কুমার শ্রীবাস্তব ছাড়াও রেলের অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। ডিআরএম বলেন, আদ্রা ডিভিশনের মধ্যে প্রথম পুরুলিয়াতেই এই ধরনের ইউনিট চালু হল। এর থেকে রেলযাত্রীরা বেশ উপকৃত হবেন বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। আগামী দিনে এই ডিভিশনের আরও কয়েকটি স্টেশনে এই ধরনের পরিষেবা চালু করা হবে বলে জানিয়েছেন শরদ কুমার শ্রীবাস্তব।

কমবয়সি বর-কনেকে ধরল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে অল্প বয়সে বিয়ে করেও শেষ রক্ষা হলনা নবদম্পতির। বিয়ে করে পালানোর সময় ধরা পড়ে থানায় যেতে হল নব বিবাহিত যুবককে। পুরুলিয়া-২ নং ব্লক এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনা প্রসঙ্গে পুরুলিয়া চাইল্ড লাইনের সদস্য তুষারকান্তি ত্রিপাঠি জানান, পুরুলিয়া মফস্বল থানার পিঠাজোড় গ্রামের এক কিশোরীর বিয়ে ঠিক হয়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগণার বনগাঁ এলাকায়। বিশ্বস্ত সূত্রে সেই খবর পেয়ে পুরুলিয়া-২ ব্লকের বিডিওকে সঙ্গে নিয়ে চাইল্ড লাইনের লোকজন মঙ্গলবার মেয়েটির গ্রামে পৌঁছায়। কিন্তু ততক্ষণে গ্রামের কালীমন্দিরে তাদের বিয়ে হয়ে যায়। দূর থেকে প্রশাসনের গাড়ি দেখে মারুতি গাড়িতে বর-কনে সহ অন্যান্যরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ধাওয়া করে প্রশাসনের লোকজন ক্রয়াকড়া গ্রামের কাছে তাদের ধরে ফেলে। বর ও বরের সঙ্গে থাকা তার এক মামা এবং বিয়ের উদ্যোক্তা পিঠাজোড় গ্রামের এক ব্যক্তিকে পুরুলিয়া মফস্বল থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অন্যদিকে নাবালিকা কনেকে পুরুলিয়া আনন্দমঠে হোমে পাঠানো হয়েছে বলে চাইল্ড লাইন সূত্রে জানা গিয়েছে।

পয়লায় পুরুলিয়াতে পাল্টা তৃণমূলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ আজ পুরুলিয়াতে বিজেপি দলের সর্ব ভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ যে মাঠে জনসভা করতে চলেছেন পুরুলিয়া শহরের উপকণ্ঠে মফস্বল থানার সেই শিমুলিয়া ফুটবল ময়দানে আগামী ১ জুলাই তার পাল্টা সভা করার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্যের শাসকদল। জেলা তৃণমূলের এক নেতা জানান, বিজেপির সভার ৭২ ঘন্টার মধ্যে ওই মাঠে দলের রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে ওই সভার জন্য ইতিমধ্যে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। তিনি জানান, ওই সভাতে রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী শান্তিরাম মাহাতো, মন্ত্রী শশী পাঁজা, অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী সন্ধ্যারানী টুডু, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান সুকুমার হাঁসদা প্রমুখরা উপস্থিত থাকবেন। যদিও এই সভাকে বিজেপির পাল্টা সভা বলতে নারাজ মন্ত্রী তথা জেলা তৃণমূলের সভাপতি শান্তিরাম মাহাতো। তিনি বলেছেন, কোনো দলের পাল্টা হিসাবে তাঁরা এই সভা করছেন না। রাজ্য সরকার এবং তৃণমূল দলের বিরুদ্ধে বিজেপির কুৎসা ও অপপ্রচারের প্রতিবাদে এই সভা করতে চলেছেন তাঁরা।

কামারপুকুরে মার্কেট কমপ্লেক্সের দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ গোঘাটের কামারপুকুরের ডাকবাংলো এলাকায় একটি মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করার দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, এই বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে আবেদন এবং নেতা-মন্ত্রীদের কাছে তদ্বির করেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তাই তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এই বিষয়ে গোঘাটের তৃণমূল বিধায়ক মানস মজুমদার বলেন, ওখানে যাঁরা ব্যবসায়ীরা রয়েছেন তাঁদের মাথার উপর ছাদের জন্য আমরা এগ্রিকালচার মার্কেটিং-এর সঙ্গে কথা বলেছি। আশা করছি তাঁদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় বহু বছর ধরেই একটি বাজার বসছে। ওই বাজারে প্রায় শতাধিক সবজি ও মাছ বিক্রেতারা তাঁদের পসরা সাজিয়ে ব্যবসা করেন। ওই বাজারের পাশ দিয়ে গিয়েছে মঠ যাবার একটি রাস্তা। সেই রাস্তার দুপাশে ব্যবসায়ীরা তাঁদের পসরা নিয়ে বসেন বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে ব্যবসায়ীরা বলেন, আমাদের মাথার উপর পাকা ছাদ না থাকায় বর্ষাকালে বৃষ্টিতে ভিজে এবং গ্রীষ্মকালে প্রখর তাপের মধ্যেই ব্যবস্থা করতে হয়।

বিষ্ণুপুরে যোগ্যতামান শিথিল করায় আবেদন পত্র দেওয়ার হিড়িক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ প্রতিবন্ধী ভাতা পাওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় প্রকল্পে জটিলতার তুলনায় রাজ্যের 'মানবিক' প্রকল্পে যোগ্যতামান শিথিল করায় বিষ্ণুপুরে আবেদন জমা দেওয়ার হিড়িক পড়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, জাতীয় প্রতিবন্ধী প্রকল্পে প্রতিবন্ধীদের ভাতা পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক জটিলতা রয়েছে। তাতে বহু মানুষ প্রতিবন্ধী হয়েও ভাতা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। বঞ্চিতরাও যাতে ভাতা পান সেজন্য মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে সম্প্রতি 'মানবিক' নামে একটি প্রকল্প চালু হয়েছে। তাতে কেন্দ্রের চেয়ে যোগ্যতামান অনেকটাই শিথিল করা হয়েছে। তাতে বহু মানুষ ওই প্রকল্পের আওতায় চলে আসবেন। মুখ্যমন্ত্রীর ওই উদ্যোগে তাঁরা ভীষণ খুশি হয়েছেন। ইতিমধ্যে অনেকেই ওই প্রকল্পে আবেদন করেছেন। বিষ্ণুপুর পুরসভার চেয়ারম্যান শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সতিই যে মানবিক এই প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে তিনি আবারও তা প্রমাণ করলেন। বিষ্ণুপুর রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য তথা পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দিবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মানবিক প্রকল্পে বহু প্রতিবন্ধী মানুষ উপকৃত হবেন। অনেকে প্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও শংসাপত্র না পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেনি। তাঁরা যাতে দ্রুত শংসাপত্র পান তার জন্য জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে। বাঁকুড়া জেলা প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতির সদস্য উত্তম বাগদি বলেন, প্রতিবন্ধী যাতে ভাতা পান সেজন্য আমরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছি। রাজ্য সরকার আমাদের দাবিকে অনেকটাই মান্যতা দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগে আমরা খুশি। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের 'জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্পে' (এনএসএপি) প্রতি মাসে ৬০০ টাকা ভাতা প্রদান করা হয়। সেক্ষেত্রে উক্ত প্রকল্পে সুবিধা পেতে গেলে প্রতিবন্ধী শংসাপত্রে কমপক্ষে ৮০ শতাংশ থাকা আবশ্যিক। সেই হিসাবে প্রতিবন্ধী হয়েও শংসাপত্রে ৮০ শতাংশের কম পাওয়ায় অনেকেই ভাতা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রের ওই প্রকল্পে বিপিএল তালিকাভুক্ত হতে হবে। কমপক্ষে ১৮ বছর উর্ত্তীর্ণ হতে হবে। তাতে বহু মানুষ প্রতিবন্ধী হয়েও ভাতা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তা নিয়ে প্রতিবন্ধীদের সংগঠনের পক্ষ থেকে বহু আন্দোলন করা হয়েছে। সেই বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর কানেও পৌঁছায়। তিনি বঞ্চিত প্রতিবন্ধীদের প্রতি অত্যন্ত মানবিক হয়ে তাঁদের জন্য 'মানবিক' নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করেছেন। তাতেই এবার তাঁদের কপাল খুলতে চলেছে। কেন্দ্রের চেয়ে রাজ্যের মানবিক প্রকল্পে যোগ্যতামান অনেকটাই শিথিল করা হয়েছে।

বিষ্ণুপুরে স্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউণ্ড তৈরির উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ বহু বছর বাদে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে বিষ্ণুপুরে স্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউণ্ড তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তার জন্য দ্বারিকা-গোসাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বনমালিপুর মৌজায় ১০ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই মৌজায় মোট ৩০ একর খাস জমি রয়েছে। তার মধ্যে ১০ একর জমি ভূমিদপ্তর থেকে পুরসভাকে দেওয়া হবে। জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। যদিও দূষণের আশঙ্কায় ইতিমধ্যে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। জমি হাতে পাওয়ার আগেই কয়েকদিন আগে শহরের ময়লা ফেলতে গেলে পুরসভা কর্তৃপক্ষকে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছে পুরসভা কর্তৃপক্ষ। কেননা ১ বছর আগে শহরের উপকণ্ঠে ময়রাপুকুর মৌজায় ৫ একর জায়গা চিহ্নিত করে সেখানে ময়লা ফেলা শুরু হতেই স্থানীয় বাসিন্দাদের বাধার সম্মুখীন হতে হয়। গ্রামবাসীদের আন্দোলনের জেরে পুরসভা কর্তৃপক্ষ পিছু হটতে বাধ্য হয়। তারপর থেকে কখনও জঙ্গলে, কখনও খালের ধারে একপ্রকার লুকিয়ে ময়লা ফেলা হচ্ছে। বিষ্ণুপুর পুরসভার চেয়ারম্যান শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, ময়রাপুকুরের মতো বনমালিপুরেও ময়লা ফেলায় গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে আপত্তি জানানো হয়েছে। তাই আগ বাড়িয়ে আর সেখানে ময়লা না ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনকেই জমির দখলের বন্দোবস্ত করতে হবে। তবে দূষণের কথা মাথায় রেখে আমরা ইতিমধ্যে সেখানে পাঁচিল তৈরির জন্য প্রায় ১ কোটি টাকা প্রকল্প প্রস্তুত করে রেখেছি। বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক মানস কুমার মণ্ডল বলেন, সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ডাম্পিং গ্রাউণ্ড তৈরি হবে। তাই দূষণের আশঙ্কা কম। শুধু তাই নয়, বর্জ্য থেকে সার তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। জমি হাতে পাওয়ার পর গ্রামবাসীদেরকে এবিষয়ে বোঝানো হবে। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক মাস আগে বাঁকুড়া সফরে এলে মুখ্যমন্ত্রীর কানে ডাম্পিং গ্রাউণ্ড তৈরির বিষয়টি তোলা হয়। মুখ্যমন্ত্রী

জেলাশাসককে জায়গা ঠিক করার নির্দেশ দিয়ে যান। সেই মতো মহকুমা ভূমি দপ্তরের পক্ষ থেকে বানমালিপুর মৌজায় ১০ একর জায়গা দেওয়া সম্ভব বলে জানানো হয়। তারপরেই পুরসভা কর্তৃপক্ষ উঠেপড়ে লাগে। মহকুমা প্রশাসনও এই বিষয়ে তৎপর হয়। আগের মতো এখানেও যাতে স্থানীয়দের বাধা না আসে তার জন্য আগাম প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্থানীয় প্রতিনিধি থেকে শুরু করে প্রশাসনিক বিভিন্ন আধিকারিক-দেরকে নিয়ে একাধিকবার সমন্বয় বৈঠক করা হয়। সেখানে ইতিবাচক সাড়া পাওয়ার পরই জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়। তবে পুরসভা কর্তৃ পক্ষ কয়েকদিন আগে বনমালিপুর মৌজায় চিহ্নিত জায়গায় গাড়িতে করে ময়লা ফেলতে গেলে স্থানীয়রা আপত্তি জানান এবং তাঁরা ময়লা ফেলায় বাধা দেন। বাধ্য হয়ে সেখান থেকেও ময়লা নিয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। তাই জমি হাতে না পাওয়া পর্যন্ত পুরসভা কর্তৃ পক্ষ আর এগোতে চায় না। এই অবস্থায় বিষ্ণুপুর শহরের ময়লা ফেলা নিয়ে পুরসভা কর্তৃপক্ষের নাজেহাল অবস্থা তৈরি হয়েছে।

আপনি কি আপনার জীবনের মূল্যবান পরীক্ষায় একটু বেশি নম্বর পেতে চান ?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন
ব্রতচারী প্রশিক্ষণ শিবির
পরিচালনায় ঃ আরামবাগ ব্রতচারী মণ্ডলী
(নেহেরু যুব কেন্দ্র, হুগলী কর্তৃক অনুমোদিত)
স্থাপিত ঃ ১৪১২ রেজিঃ নং- এস/ওয়ান এল/৬৬৬৪৯
আরামবাগ, হুগলী
স্থান ঃ বিষ্ণুপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গন, কালিপুর
(নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের পাশে)
শিবিরের সময়কাল ঃ ২৭শে আগস্ট – ৮ই সেপ্টেম্বর
সঙ্গে থাকবে First Aid Training এর ব্যবস্থা।
প্রান্তিক অনুষ্ঠান ঃ ৯ই সেপ্টেম্বর স্থান ঃ আরামবাগ রবীন্দ্রভবন।
অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ঃ- উড়িষ্যার কালাহান্দি উপজাতি সম্প্রদায়ের নৃত্য ও অসমের বিহু নৃত্য।
মোঃ 7548038080, 9547735850, 9093014017